পরস্পর সহনশীলতা

ইয়োব ৬:১-৩০

ইয়োব ১ ও ২ অধ্যায় থেকে আমরা জানি যে, ঈশ্বর স্বর্গীয় প্রেক্ষাপটে তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে ইয়োবের প্রতি বিভিন্ন দুর্দশা ঘটতে দিয়েছেন। কিন্তু ছাইয়ের গদিতে বসে ইয়োব তার কিছুই জানে না। ইয়োবের কাছে, তার প্রতি যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে, তা খুবই অসঙ্গত এবং অবিচার ও খামখেয়ালির ফল। মানুষের পক্ষে এর মধ্যে কোনও অর্থ খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন। ইয়োব ঈশ্বরকে ভয় করেছে এবং মন্দ জীবন থেকে দূরে থেকেছে। তাঁর ঈশ্বর-ভক্তি ও পবিত্র জীবনের সঙ্গে সকলেই পরিচিত ছিল। নিজের পরিবারের প্রতিও ইয়োব তার দায়িত্ব পালনে আমাদের কাছে মহান আদর্শ রেখেছে। এই ইয়োব তার সমস্ত পশুধন, সন্তান-সন্ততি, নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য হারিয়েছে। কিন্তু কেন? তার কোনও যথার্থ কারণ ইয়োবের জানা নেই।

তাই, ৩ অধ্যায়ে, ইয়োব তার এই নিদারুণ মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণায় কাতর হয়ে তার বিলাপে নিজের জন্মদিনকে শাপ দিয়েছে, নিজের মৃত্যু কামনা করেছে। এর দ্বারা ইয়োব বলতে চেয়েছে, সে যেভাবে বেঁচে আছে, তার কোনও অর্থ নেই; কিন্তু এই দুর্দশাপূর্ণ পরিস্থিতির কারণ কী?

৪ ও ৫ অধ্যায়ে, ইয়োবের বন্ধু ইলীফস তার প্রথম বক্তব্য পেশ করেছে। তার যুক্তি হল, ঈশ্বর যেহেতু ন্যায়ে মানুষের বিচার করে থাকেন এবং প্রয়োজনে তিনি যাকে ভালোবাসেন, তাকে শাসনও করেন; সেইহেতু ইয়োবের প্রতি যা ঘটেছে তা সবই তার ব্যক্তিগত গোপন নির্দিষ্ট পাপের ফল। তাই, ইয়োবের উচিৎ ব্যক্তিগত গোপন পাপ স্বীকার করে ঈশ্বরের কাছ থেকে পুনরায় আশীর্বাদ গ্রহণ করা। এইভাবে, ইয়োবের বন্ধু যখন ইয়োবকে ভুল বুঝে চলেছে, তখন ইয়োব কী করবে?

৬ ও ৭ অধ্যায়ে, ইয়োব এই ভ্রান্ত-যুক্তির বিরুদ্ধে উত্তর দিয়েছে। ৬ অধ্যায়ে, ইয়োব তার বন্ধুদের ভ্রান্ত-যুক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে;এবং ৭ অধ্যায়ে, ইয়োব ঈশ্বরের কাছে তার অভিযোগ জানিয়েছে। ইয়োবের এই উত্তরের বিভিন্ন মূল বিভাগগুলি আমরা চিন্তা করব।

১। ইয়োবের আত্মপক্ষ সমর্থন (৬.১-১৩)— এই অংশে ইয়োব তার পরিস্থিতি যে কতখানি মারাত্মক, তার উল্লেখ করেছে। এর দ্বারা ইয়োব বলতে চেয়েছে, *"হ্যাঁ, আমি আমার জন্মদিনকে শাপ দেওয়া বা মৃত্যু কামনা করার ন্যায় কড়া কথা বলেছি, ঠিক। কিন্তু, তোমরা যদি আমার জায়গায় হতে, তাহলে তোমরা আমাকে উপলব্ধি করতে পারতে। কারণ, আমার পরিস্থিতি এতখানি মারাত্মক যে, আমি এমন কড়া কথা বলতে বাধ্য হয়েছি।"* ২-৭ পদে, ইয়োব তার দুর্দশা যে কত চরম, তা বলেছে।

৫:২ পদে ইলীফস বলেছিল যে, ***"মনস্তাপ অজ্ঞানকে নষ্ট করে।"*** এর উত্তরে ৬:২-৩ পদে ইয়োব বলেছে, ***"হায়, আমার মনস্তাপ যদি মাপা হত, আমার বিপদ যদি মাপা হত; তাহলে তা সমুদ্রের বালি থেকেও বেশি ভারী হত। তাই, আমার মুখ থেকে কড়া কথা বেরিয়েছে।"***অর্থাৎ, ইয়োব তার ক্ষোভ জানিয়েছে, ঠিক কথা; কিন্তু তার প্রতি যে মারাত্মক বিপদ ঘটেছে, তাতে ক্ষোভ না জানিয়ে উপায় ছিল না। নিজের মারাত্মক দুর্দশার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে ইয়োব আরও একটি উপমা ব্যবহার করে বলেছে, ***"সর্বশক্তিমানের বান সকল আমার ভেতরে ঢুকেছে, আমার আত্মা সে সকলের বিষ পান করেছে, ঈশ্বরের ভয়-দেখানো বাহিনী আমাকে ঘিরেছে"*** (৪ পদ)।

নিজের ক্ষোভ প্রকাশের পক্ষে ইয়োব আরও একটি যুক্তি দেখিয়েছে। ***"গাধা বা গরু যখন তাদের খাবার পায়, তখন তারা চিৎকার করে না"*** (৫ পদ)। কিন্তু যখন তাদের খাবার থাকে না, তখনই তারা চিৎকার করে বা রব ছাড়ে। ইয়োবের এখন খাবার না পাওয়া পশুর ন্যায় পরিস্থিতি, তাই সে তার ক্ষোভ জানিয়ে চলেছে। আবার স্বাদহীন খাদ্যে নুন না দিলে যেমন তা খাদ্যের অযোগ্য (৬ পদ), ইয়োবের বর্তমান পরিস্থিতিও তদ্রূপ। ইয়োব যা স্পর্শ করতে চায় না বা যা ঘৃণা করে, তা-ই

এখন তার খাদ্য (৭ পদ)।

৮-১৩ পদে, এই মারাত্মক দুর্দশা থেকে মুক্তির আশায় ইয়োব পরোক্ষভাবে ঈশ্বরের কাছে নিজের মৃত্যু কামনা করেছে। ৮-৯ পদে, ইয়োব বলেছে, ***"আমি যেন আমার আকাঙ্ক্ষিত বিষয় পেতে পারি, ঈশ্বর যেন তা আমাকে দেন; ঈশ্বর দয়া করে আমাকে চূর্ণ করেন, আমাকে কেটে (মেরে) ফেলেন।"*** ইলীফস যদিও ইয়োবকে তার ***"ঈশ্বর-ভয়ে প্রত্যাশা রাখতে"*** বলেছিল (৪:৬) এবং ***"অত্যাচারিত হলেও ঈশ্বর দ্বারা উদ্ধারে আশা রাখতে"*** বলেছিল (৫:১৫-১৬); ইয়োব কিন্তু কেবল নিজের মৃত্যুই আশা করে। অবশ্য, এর অর্থ এই নয় যে, ইয়োব আত্মহত্যার কথা চিন্তা করছে। আত্মহত্যা নয়, কিন্তু ঈশ্বর যেন তাকে তাড়াতাড়ি মৃত্যু দেন, ইয়োব এই প্রার্থনা করছে।

ঈশ্বরের কাছে এমন প্রার্থনা করার ভিত্তি বা অধিকার হিসাবে ইয়োব ঈশ্বরের বাক্য পালন করার কথা স্মরণ করেছে, ***"কারণ আমি পবিত্রতমের বাক্য সকল অস্বীকার করিনি"*** (১০ পদ)। অর্থাৎ, ইলীফসের যুক্তিকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে, ইয়োব নিজের পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়ার পরিবর্তে, ঈশ্বরের বাক্য পালন করার কথা বলছে।

আত্মপক্ষ সমর্থনের শেষাংশে, ইয়োব তার পক্ষে আর বেশি দুর্দশা সহ্য করা অসম্ভব, এমন কথা বলেছে। অলঙ্কারপূর্ণ কয়েকটি প্রশ্নের দ্বারা ইয়োব তার শারীরিক দুর্বলতাকে প্রকাশ করেছে, ***"আমার শক্তি কি পাথরের শক্তি? আমার মাংস কি পিতলের?"*** (১২ পদ)। ইয়োবের পক্ষে এই চরম দুর্দশা সহ্য করা মারাত্মক কঠিন; কারণ,

(১) ইয়োব জানে না, তার প্রতি কেন এমন ঘটেছে, এবং

(২) এই পরিস্থিতিতে তার প্রতি ঈশ্বরের কোনও প্রতিজ্ঞাও উক্ত হয়নি।

আমরা জানি যিরমিয় ভাববাদীও কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল, কিন্তু তার কাছে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা ছিল, ***"তোমাকে দৃঢ় নগর, লৌহস্তম্ভ ও পিত্তল-প্রাচীরস্বরূপ করলাম"*** (যিরমিয় ১:১৮)। পৌলের মাধ্যমে বিশ্বাসী আমরাও এই প্রতিজ্ঞা পেয়েছি যে, ***"মানুষ যা সহ্য করতে পারে, তা ছাড়া অন্য পরীক্ষা তোমাদের প্রতি ঘটে না"*** (১করি ১০:১৩)। কিন্তু ইয়োব তার দুর্দশাকালে এই প্রকার কোনও প্রতিজ্ঞা প্রভুর কাছ থেকে না পাওয়ায়, তার পক্ষে তা সহ্যের অতিরিক্ত মনে হয়েছে; সেই দুর্দশা থেকে মুক্তি পেতে ঈশ্বরের কাছে ইয়োব নিজের মৃত্যু কামনা করেছে।

২। বন্ধুদের বিরুদ্ধে দোষারোপ (৬:১৪-৩০)- বন্ধুরা তাকে ভুল বোঝায়, ইয়োব সরাসরি তাদের বিশ্বাসঘাতী আচরণকে দোষীকৃত করেছে। অবশ্য যথেষ্ট শিষ্ঠতা বজায় রেখে ও নিজের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বকে স্বীকার করেই ইয়োব এই কাজ করেছে। তাদের বন্ধু (১৪) ও ভাই (১৫) বলে ইয়োব সম্বোধন করেছে।

১৪ পদে, ইয়োব তার বন্ধুদের দোষারোপ করেছে, কারণ তারা তাদের বন্ধুর দুর্দশার সময় দয়ার আচরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, ***"শীর্ণ লোকের প্রতি বন্ধুর দয়া করা কর্তব্য, পাছে সে সর্বশক্তিমানের ভয় ত্যাগ করে।"*** এখানে ***"সর্বশক্তিমানের ভয়ের"*** দ্বারা একাধারে ঈশ্বরের প্রতি সম্ভ্রম এবং উঁচু নৈতিক মানের জীবন-যাত্রাকে নির্দেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ, নিজের দুর্দশার দিনে ইয়োব তার বন্ধুদের কাছ থেকে যে সাহায্য আশা করেছিল, তা তারা ইয়োবকে দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

ইয়োবের বন্ধু দের বিশ্বাসঘাতকতার আচরণকে ১৫-১৭ পদে মরুভূমির উপমার দ্বারা ইয়োব সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছে। মরুভূমিতে জল সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মরুভূমিতে যারা পথ চলে তারা সবাই সামান্য জলের আশা করে থাকে। মরুভূমিতে যে সমস্ত স্রোতোমার্গ চোখে পড়ে সেগুলি দেখে বোঝা যায় যে বর্ষাকালে তারা জলে পূর্ণ ছিল। আবার শীতকালে তুষার তা পূর্ণ করে। কিন্তু গ্রীষ্মকালে, যখন জলের সবথেকে বেশি প্রয়োজন, তখন সেগুলি শুষ্ক মাটিতে পরিণত হয়, ***"কিন্তু উত্তপ্ত হওয়ামাত্র তা হারিয়ে যায়, গ্রীষ্ম হলে তা নিজের জায়গা থেকে শুষে যায়"*** (১৭ পদ)। এই উপমার দ্বারা ইয়োব তার বন্ধুদের সম্বন্ধে বলতে চেয়েছে যে, তার সুখের দিনে তার বন্ধুরা তার প্রতি অনেক দয়া দেখালেও, দুঃখ-দুর্দশার সময় তারা বন্ধু হিসাবে তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে।

১৮-২০ পদে ইয়োব মরুযাত্রীদের উপমা দিয়েছে। তাদের কথা বলতে গিয়ে ইয়োব দুটি প্রাচীন শহরের নাম করেছে, টেমা ও শিবা। টেমা ছিল উত্তর-পশ্চিম আরবের কেন্দ্রীয় শহর; এবং শিবা ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম আরবের বাণিজ্যিক কেন্দ্র। এই দুই শহরের মরুযাত্রীরা ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে আরবের মরুভূমি দিয়ে প্রায়ই যাতায়াত করত। এখন তারা তাদের যাত্রাপথে যেখানে জল পাওয়া যায়, সেখানে এসে যদি জল না পায়, তাহলে তারা যেমন লজ্জিত ও হতাশ হয়;ইয়োবও তার বন্ধুদের বিশ্বাসঘাতকতা দেখে হতাশ হয়েছে। শুষ্ক স্রোতোমার্গ দেখে মরুযাত্রী যেমন লজ্জা পায়, ইয়োবও তার বন্ধুদের আচরণ দেখে লজ্জা পেয়েছে ও উপলব্ধি করেছে যে, ***"আসলে, তারা এখন কিছুই নয়"*** (২১ক)। ক্লান্ত, তৃষ্ণার্ত ইয়োবকে সঞ্জীবিত করতে পারে, এমন জল দিতে তারা অপারগ। তাদের এই অক্ষমতার কারণ, ***ইয়োবের মারাত্মক দুর্দশা দেখে তারা ভয় পেয়েছে***(২১খ)। ইয়োবকে দেখে তার বন্ধুরা এতখানি ভয় পেয়েছে যে, ইয়োবকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা তারা হরিয়ে ফেলেছে। এবং ইয়োবের এই দুর্দশার পেছনে ইয়োবের গোপন পাপকে তারা চিন্তা করছে।

২২-২৩ পদে, ইয়োব দোষারোপ করে তার বন্ধুদের বলছে, *"আমি কি সাহায্য করার জন্য তোমাদের আসতে বলেছিলাম? বা লোক পাঠিয়েছিলাম? তোমরা নিজেরা এসেছ। আমাকে সান্ত্বনা দেবার পরিবর্তে, তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করছ!"*

২৪-৩০ পদে, ইয়োব তার বন্ধুদের এই কথা বলতে চেয়েছে, *"আমি যদি কিছু ভুল করে থাকি, তা আমাকে বল। কারণ, তা জানি না।"* ইয়োব যেহেতু নিজে জানে না, সে কী ভুল করেছে; তাই সে জানতে চাইছে, সে যদি ***প্রমাদবশতঃ*** (না জেনে বা ইচ্ছা করে নয়) কোনও ভুল করে থাকে, সে সম্বন্ধে তার বন্ধুরা যেন তাকে শিক্ষা দেয় (২৪ পদ)। এখন লেবীয় ৪-৫ অধ্যায়ে, প্রমাদবশতঃ পাপের জন্যও প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। তাই, ইয়োব তার উত্তরে এমন পাপের উপস্থিতির সম্ভাবনাকে কিন্তু কখনও অস্বীকার করেনি; কিন্তু ইয়োব যে মারাত্মক দুর্দশা ভোগ করে চলেছে, তার সমুচিত পাপকে ইয়োব অস্বীকার করেছে।

২৫ পদে ইয়োব বন্ধু ইলীফসের কথার মধ্যে ন্যায্য বাক্যের উপস্থিতিকে স্বীকার করেছে। কিন্তু সে কথাগুলি এতখানি দুঃখদায়ক যে, তা ইয়োবকে সান্ত্বনা দেবার (গীত ১১৯:১০৩) পরিবর্তে কষ্ট দিয়েছে। কারণ, তারা তাদের যুক্তির দ্বারা ইয়োবকে ভুল প্রমাণিত করতে চাইছে, ***"কিন্তু তোমাদের তর্কে কি দোষ ব্যক্ত হয়?"***ইয়োবের ন্যায় নিরাশ ব্যক্তির কথায় দোষ ধরার চেষ্টা কখনও বন্ধুর কাজ নয় (২৬ পদ)।

এইভাবে, নিরাশাগ্রস্ত ইয়োবের কথার দোষ খোঁজার মধ্যে যে অন্যায় আচরণ ইয়োবের বন্ধুরা করেছে, তাকে ইয়োব অনাথের প্রতি অন্যায় ব্যবহার বা বন্ধুকে বিক্রি করার ন্যায় কাজের সঙ্গে তুলনা করেছে। ইয়োব তার প্রতি বন্ধুদের মনোভাবকে এমন একজন বিচারকের সঙ্গে তুলনা করেছে যে, অনাথকে ধবংস করার জন্য গুলিবাট করে ও বন্ধুকে বিক্রি করার ব্যবস্থা করে।

ধরা যেতে পারে ইয়োবের বিরুদ্ধে কটু কথা বলার সময়, তার বন্ধুরা ইয়োবের দিকে তাকায়নি পর্যন্ত। তাই, ২৮ পদে, ইয়োব নিজের দিকে বন্ধুদের দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করেছে। ২৯ ও ৩০ পদে ইয়োব তার বন্ধুদের মনোভাবের পরিবর্তন করে কোমল বা নরম হতে অনুরোধ করেছে।

ইয়োবের বন্ধুরা ইয়োবের দুঃখ-দুর্দশায় তার পাশে দাঁড়াতে ব্যর্থ হয়েছিল, বা তাকে প্রকৃত সান্ত্বনা দিতে ব্যর্থ হয়েছিল। কারণ, তারা ইয়োবের পরিস্থিতিকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ইয়োবের বাহ্যিক পরিবেশের পরিবর্তন দেখে বন্ধুরা ইয়োবকে ভুল বুঝেছিল। ইয়োবের প্রতি তাদের মনোভাবকে পরিবর্তিত করতে ইয়োব আত্মপক্ষ সমর্থন করেছে ও বন্ধুদের দোষ দেখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তার দ্বারা কি তাদের মনোভাবের কোনও পরিবর্তন ঘটেছে? পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা তা দেখব।

আমরা জানি, **"সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়, অসময়ে হায় হায় কেউ কারও নয়।"** কিন্তু অসময়েই বন্ধুর আচরণ প্রকৃত বন্ধুত্বকে তুলে ধরে। প্রকৃত বন্ধুর আচরণের জন্য বন্ধুকে প্রকৃত অর্থে উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। আমরা যদি আমাদের বন্ধুকে উপলব্ধিই না করতে পারি, আমরা কখনও তার দুর্দিনে সাহায্য করতে পারি না। বন্ধুর দুর্দিনে তাকে সান্ত্বনা দেবার পরিবর্তে (ইয়োবের বন্ধুদের ন্যায়) আমরা কষ্ট দেব। আসুন আমরা পরস্পর সহনশীল হই।

অনুগ্রহ বার্তা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)